BASIC VALUES EMBODIED IN INDIAN CULTURE AND THEIR RELEVANCE TO THE CONTEMPORARY SOCIETY

Editors :
Dr. Pankoj Kanti Sarkar
Dr. Arpita Tripathy

BASIC VALUES EMBODIED IN INDIAN CULTURE AND THEIR RELEVANCE TO THE CONTEMPORARY SOCIETY

Editors:

Dr. Pankoj Kanti Sarkar, Dr. Arpita Tripathy

Editorial Board Members:

Dr. Gobinda Das, Mrs. Koyel Ghosh,

Mr. Saikat Chakrabarti

Publication of :

Principal
Debra Thana Sahid Khudiram
Smriti Mahavidyalaya
Chakshyampur, Debra,
Paschim Medinipur
Pin-721124 (W.B.)

The Banaras Mercantile Co.
Publishers—Booksellers
125,Mahatma Gandhi Road
Kolkata-700007
M:9433612507
Email: banarasmercantileco@gmail.com

BASIC VALUES EMBODIED IN INDIAN CULTURE AND THEIR RELEVANCE TO THE CONTEMPORARY SOCIETY.

Proceedings of the ICPR sponsored Periodical Lecture and International Seminar, Organised by the Department of Sanskrit & Department of Philosophy, Dated-16th -17th February 2023.

Editor: Dr. Pankoj Kanti Sarkar

ISBN: 978-93-92072-58-1

Edition - 2023

Price: Rs. 590.00

Publication of:-

Principal
Debra Thana Sahid Khudiram
Smriti Mahavidyalaya
Chakshyampur, Debra,
Paschim Medinipur
Pin-721124(W.B.)

The Banaras Mercantile Co.
Publishers—Booksellers
125,Mahatma Gandhi Road
Kolkata-700007
M:9433612507
banarasmercantileco@gmail.com

Disclaimer: The views expressed in the papers are solely those of the authors and do not necessarily reflect the views of the editors or their affiliated institution and publishers.

28. वर्तमानसमाजेनीतिशिक्षायाः प्रासङ्गिकता

डा. गगनचन्द्रदे 288-298

29. उच्चशिक्षायां संस्कृतपठनलेखनाधिगमे सङ्गणकसहकृतानुदेशनस्य मूल्यम्

मिलनमाजी 299-314

30. संस्कृत्याश्रयवाल्मीकिरामायणे लोकोपयोगिनी शिक्षा

सौमेन-चक्रवर्ती 315-321

31. शतपथब्राह्मणे पर्यावरणीयतत्वानि

संजय गोस्वामी 322-327

32. भर्तृहरिकृत-नीतिशतकग्रन्थस्य तत्त्वसिद्धान्तसमूहस्य विमर्शता

राजीव कुमार माइति 328-334

33. রাজা রামমোহন রায় ও বৈদান্তিক ঐতিহ্য

সৈকত চক্রবর্তী 335-343

34. ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতা প্রসঙ্গে বৌদ্ধ দার্শনিকদের অভিমত

ডঃ আলোক ভূঁঞ্যা 344-352

35. ভারতীয় দর্শনে ধর্ম এবং তার নৈতিক তাৎপর্য

ডঃ ডালিম শেখ 353-361

36. মূল্যবোধের অ-আ-ক-খঃ প্রসঙ্গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ডঃ ভরত মালাকার 362-376

37. পরিবেশের অবক্ষয় রোধে নৈতিকতার ভূমিকা

মিঠুন সরকার 377-385

38. সাধারাণ ধর্ম ও তার গুরুত্ব

মনসা বর্মণ 386-391

রাজা রামমোহন রায় ও বৈদান্তিক ঐতিহ্য

সৈকত চক্রবর্তী

উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক বঙ্গে ইউরোপীয় উদারবাদী ধ্যানধারণা এদেশীয় মধ্যশ্রেণির ওপর প্রভাব ফেলেছিল। সেই ধ্যানধারণার অভিঘাতে তাঁদের কেউ কেউ ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়নের চেষ্টা করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের চিন্তাভাবনার সেই প্রয়াসে আধুনিক বাঙালি হিন্দুর ধর্মীয় পরিচয় নির্মিত হয়েছে। রাজা রামমোহন রায়ই প্রথম সেই আত্মপরিচয় নির্মাণের চেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'ভারতপথিক' বলেছেন। ভারতের আত্মার অন্বেষণে রামমোহন পৌঁছেছিলেন 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্মে' – যা ব্রাহ্মধর্ম নামে পরিচিত হয়েছে।

উনিশ শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক জাগরণে দু'টি প্রবণতার কথা ঐতিহাসিকেরা বলেন - প্রাচ্যবাদ ও পাশ্চাত্যবাদ। এই দু'টি ধারার বিড়ম্বিত সংশ্লেষের দৃষ্টান্ত সুশোভন সরকার দেখেছেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। রামমোহন রায়কে পাশ্চাত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাঁর পাশ্চাত্যবাদী পরিচয়ের প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হয় লর্ড আর্মহার্স্টকে লেখা তাঁর সেই বিখ্যাত পত্র যেখানে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান শিক্ষা প্রচলনের জোরালো সওয়াল করা হয়েছিল। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, তিনি যুক্তিকে শাস্ত্রের ওপরে স্থান দিয়েছেন এবং ইউটিলিটারিয়ানদের মতো সামাজিক সুবিধাকে যুক্তির ভিত্তিভূমি করেছেন। জন ডিগবিকে লেখা চিঠিতে তিনি বলেছিলেন সামাজিক সুবিধা ও রাজনৈতিক সুযোগের নিরিখেই ধর্মের গ্রহণযোগ্যতা। কিন্তু তিনি পরম্পরা বা শাস্ত্র বিস্মৃত হননি। পৌত্তলিকতার এবং সতীপ্রথার বিরোধিতায় তিনি বারবার শাস্ত্রের

সমর্থন উদ্ধৃত করেছেন। খ্রীষ্টীয় মিশনারি ও ইউনিটারিয়ানদের হতাশ করে ব্রহ্মোপসানার জন্য ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি মনে করেছেন, ভারতের ধর্ম ও সংস্কার এদেশের প্রজ্ঞা ও মানবিক ঐতিহ্যের মধ্যেই প্রোথিত হবে ।

রামমোহনের ধর্মীয় চিন্তা নিয়ে দু'ধরণের মতামত আধুনিক ঐতিহাসিক ও তাঁর সমকালীন সমালোচকদের মধ্যে পাওয়া যায়। এক দল মনে করেন যে রামমোহনের ধর্মীয় ভাবনা আসলে এক ফন্দি। তিনি পার্থিব ও রাজনৈতিক অভিপ্রায়কে ধর্মীয় মোড়ক দিয়ে আড়াল করেছেন। এঁদের মতে রামমোহন বৈষয়িক ও বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি। ধর্মীয় ভাবনা ও সমর্থন তিনি ব্যবহার করেছেন কৌশলগত কারণে। আশিস নন্দী বলেছেন, রামমোহন ইচ্ছাকৃতভাবে বৈদিক ও ঔপনিষদিক রচনার ওপর মনোযোগ দিয়েছেন এই কথা ভালোভেবেই জেনে যে এই রচনাগুলি স্ববিরোধিতা ও অসঙ্গতিতে পরিপূর্ণ । তাঁর মতে এই রচনাগুলি রামমোহন ব্যবহার করেছিলেন কারণ তিনি এক এক জনের কাছে এক এক রকম ভাবমূর্তি রাখতে চাইতেন। প্রায় একই ধরণের বক্তব্য অনেক আগে সুশোভন সরকার পেশ করেছিলেন। তাঁর মতে বেদের প্রতি রামমোহনের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন ছিল সংস্কারের পক্ষে হিন্দু জনগণকে নিয়ে আসার কৌশল। নীহাররঞ্জন রায় সম্পাদিত রামমোহন রায়ের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে শিশির কুমার দাসও এই মতই রেখেছেন। উনিশ শতকে কিশোরীচাঁদ মিত্রের মতামতও অনুরূপ ছিল।

আধুনিক হিন্দুধর্মের ইতিহাসে রামমোহন রায় পথপ্রদর্শকদের একজন। ধর্ম সংক্রান্ত তর্কবিতর্কের ভিত্তি তিনি সরিয়ে এনেছিলেন। অমিয় পি সেন দেখিয়েছেন, ধর্মবিশ্বাস বোঝার জন্য ধর্মীয় অনুশাসন অধ্যয়ন নয় তিনি ধর্মবিশ্বাসের সামাজিক ও নৈতিক ভিত্তি অনুসন্ধান করেছিলেন। হিন্দু সমাজে

ধর্মীয় বিষয়ে বিতর্ক উনিশ শতকের আগেও হত কিন্তু রামমোহন তার শর্ত ও উপজীব্যে নতুন উদ্দেশ্য যুক্ত করেছিলেন।

সত্যিই কি রামমোহন কৌশলগত কারণে বেদ-বেদান্তের শরণাপন্ন হয়েছিলেন? রামমোহন যদি কৌশলগত কারণে বেদমূলত্ব ব্যবহার করে থাকেন তাহলে বলতে হবে কৌশল হিসেবে তা খুবই কাচা ছিল। বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে বেদের কোনও চর্চা ছিল না। ইণ্ডোলজিস্টরা বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক পুঁথি প্রচুর পেয়েছেন। কিন্তু বাংলায় বেদ-বেদান্তের কোনও অনুলিপি পাওয়া যায়নি। রামমোহন যখন কয়েকটি উপনিষৎ বাংলা ও ইংরেজিতে অনুবাদ করলেন এবং ব্যাখ্যার জন্য কিছু বেদান্ত সূত্র উদ্ধৃত করলেন তখন অনেক পণ্ডিতকে বলতে শোনা গিয়েছিল যে এগুলো জালিয়াতি। বাংলার হিন্দু জনসংস্কৃতিতে ছিল পৌরাণিক বিশ্বাসের পরিমণ্ডল। শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় শাখাই পৌরাণিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। কয়েকটি পুরাণ বঙ্গেই লেখা হয়েছিল। কৌশলগত কারণে ধর্মকে ব্যবহার করতে চাইলে পৌরাণিক ঐতিহ্যের ব্যবহার রামমোহনের পক্ষে অনেক বেশি সুবিধাজনক হত।

বেদ-বেদান্তে বহুস্বর তাঁর অভিপ্রায় সিদ্ধ করবে ভেবে রামমোহন তার ওপর নির্ভর করেছেন ভাবলে আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করব যে বেদের শঙ্করাচার্য-নির্দিষ্ট ব্যাখ্যার ওপরই তিনি শুধু নির্ভর করেছেন? সুতরাং বেদের বহুস্বর নয় বরং তার বিপরীত রামমোহন আশ্রয় করেছেন। রামমোহন যখন বেদান্ত ব্যাখ্যা করছেন তখন তা শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত বেদান্ত। যদি বলা হয় তিনি ধর্মের কার্যকরী সুবিধার কারণেই তা করেছেন তাহলে বোঝা মুশকিল যে কেন অদ্বৈত বেদান্তের মতো ইউটিলিটারিয়ান মতবাদের পরিপন্থী মতকে তিনি তাঁর বক্তব্যের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করলেন।

অমিয় পি সেন দেখিয়েছেন, রাজা রামমোহন রায়ের কাছে ধর্ম ছিল সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা বোঝার সূত্র। নব্য হিন্দুধর্মের চিন্তকরাও এই ধারাতেই হেঁটেছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের সংস্কার ও বিশ্বনাগরিকতা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পছন্দ ছিল না। ১৮৮০-র দশকে বঙ্কিমচন্দ্রও কিন্তু রামমোহনের মতোই একই কথা বলেছিলেন – হিন্দুর কাছে ধর্ম তার জীবনের একটি অংশ নয়, তার গোটা জীবনটাই ধর্মীয়।

কেউ কেউ বলেছেন, রামমোহনেরর প্রধান ও পরিব্যাপ্ত চিন্তা ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। তাই যদি হবে তাহলে অন্যান্য ঐহিক বিষয়ে রামমোহন রায়ের উৎসাহ তাঁরা কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, আইনগত ও বিচারগত তত্ত্ব, সাংবিধান্নিক ও উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ, পূর্বপুরুষের সম্পত্তিতে মহিলাদের অধিকার ইত্যাদি বাস্তব, দৈনিক ও ঐহিক বিষয়ে রামমোহনের চিন্তাভাবনা ধর্মকৈবল্যবাদী অবস্থান থেকে অনেক দূরে। তাঁর ধর্মীয় ভাবনাও শৃঙ্খলা ও সংগঠনের প্রতি বুর্জোয়া মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত। তিনি আত্মীয় সভা ও ব্রাহ্ম সভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেখানে স্তোত্রপাঠ, সমবেত প্রার্থনার আয়োজন চিরাচরিত হিন্দুধর্মের ব্যক্তিকেন্দ্রিক মোক্ষলাভের উদ্দেশে সাধনার থেকে অনেক আলাদা। তাছাড়া রামমোহন হিন্দু ধর্মে এমন অনেক কিছুকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন চিরাচরিত শাস্ত্রে যার সামান্য উল্লেখ ছিল। মুণ্ডক উপনিষদের ব্যাখ্যা রামমোহন লিখলেন, ঈশ্বরের উপাসক তাঁর কাঙ্ক্ষিত ফল পাবেন, যিনি সম্মান ও সুবিধা চান তিনি ঈশ্বরের উপাসনা করবেন। পরবর্তীকালের নব্যহিন্দু মতাবলম্বীদের কাছে এই বক্তব্য মেনে নেওয়া কঠিন। বঙ্কিমচন্দ্র যে নিষ্কাম কর্মের কথা বলেছিলেন তার সঙ্গে এই অভিমতের সরাসরি বিরোধ। সতীদাহের বিরোধিতা করার সময় রামমোহন রায়ও কিন্তু নিষ্কাম কর্মের যুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, স্বর্গলাভের আশায় সহমরণে

যাওয়া নিষ্কাম কর্মের বিরোধী। হয়তো রামমোহনের মধ্যে সেই বৈদিক ঋষি থেকে গিয়েছিলেন যিনি পার্থিব সাফল্য ও গোসম্পদের জন্য প্রার্থনা করতেন।

পূর্বে বলা হয়েছে, রামমোহন রায় বেদান্তের শঙ্করাচার্য ব্যাখ্যাত ভাষ্য গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি একাধিক ক্ষেত্রে শঙ্করাচার্যের মতের বিরোধী অবস্থান নিয়েছেন। গুরু ও শিষ্যের মতপার্থক্য চিরাচরিত হিন্দু ধর্মে গর্হিত ছিল না, অনেক সময় তা উৎসাহিত করাও হত। প্রতিদ্বন্দ্বী দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব হয়েছে এইভাবে। শঙ্করাচার্যের প্রতি রামমোহন তাঁর আনুগত্যের কথা বললেও অনেক বনিয়াদি সিদ্ধান্ত তিনি মানেননি। পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দও অনেকটা একই কাজ করেছিলেন।

শঙ্করাচার্যপন্থী হিসেবে নিজেকে তুলে ধরায় রামমোহনের পক্ষে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় নিজেকে কট্টরপন্থী বলে দেখানো সহজ হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা ছিলেন না। মাদ্রাজের শঙ্কর শাস্ত্রী বা কলকাতার মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার অনেক বেশি শঙ্করাচার্যপন্থী ছিলেন। রামমোহনের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ বেধেছিল। শঙ্কর শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে রামমোহন বলেছিলেন যে তিনি আর এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তর্কে অবতীর্ণ হয়েছেন ইংরেজি ভাষায় যা অনুচিত। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে তিনি অভিযুক্ত করেছিলেন এই বলে যে তাঁর নিয়মতান্ত্রিক শাস্ত্রীয় কঠোরতার অভাব রয়েছে। তাঁরা কিন্তু আকারহীন, পরিমাণহীন ঈশ্বরের ধারণায় গুটিয়ে যাননি যা পরবর্তীকালে অনেক হিন্দু বাঙালি চিন্তক গিয়েছিলেন। ব্রহ্মের স্বরূপ নিয়ে রামমোহনের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ ছিল না। তাঁরা অনধিকারীর কাছে পবিত্র স্তোত্র খুলে দিয়ে তার তুচ্ছকরণের বিরোধিতা করেছিলেন। রামমোহন তাঁদের সামাজিক রক্ষণশীলতার থেকে অনেক মুক্ত ছিলেন।

১৮১৫ - ২৯ রামমোহন রায় ৩৮টি পুস্তিকা ও প্রচারপুস্তিকা লিখেছিলেন যার মধ্যে ২৫টি ছিল বাংলায়, বাকিগুলি ইংরেজিতে। ইংরেজিতে তিনি বেদান্ত গ্রন্থের সংক্ষেপিত রূপের অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। বাংলায় প্রকাশ করেছিলেন বেদান্তগ্রন্থ ও বেদান্তসারের ভাষ্য, কেন, কঠ, ঈশ, মণ্ডুক ও মাণ্ডূক্য উপনিষদের অনুবাদ। এছাড়া কিছু প্রচারপুস্তিকা ও বিরোধীদের সমালোচনার উত্তর লিখেছিলেন। এইসব গ্রন্থ থেকে অদ্বৈতবাদী ও বেদান্তধর্মী বলে স্বঘোষিত রামমোহন রায়ের ঈশ্বর ও ধর্ম সম্পর্কে বক্তব্যের নির্যাস তুলে ধরা যেতে পারেঃ

আধ্যাত্মিক জীবনের অভিযাত্রা জ্ঞান অর্জনের দিকে। ব্রহ্ম হল সেই অণ্বেষণের বিষয় ও লক্ষ্য। এই জ্ঞান থেকেই আসে মোক্ষ। ব্রহ্ম অভেদ, তাঁর আকার নেই, বস্তু নেই, তাঁর পরিবর্তন নেই। শাস্ত্র বা যুক্তি কোনও দিয়েই ব্রহ্মকে পুরোপুরি নির্ধারণ করা যায় না। ব্রহ্মকে জানার উপায় হল ব্রহ্ম যে জগত সৃষ্টি করেছেন তাকে জানা। ব্রহ্ম হল এই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত। সৃষ্টিকে বুঝতে পারলে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুধাবনের পর্যায়ে নিজেকে উন্নীত করা যায়। মানুষ তার অস্তিত্ব আর বস্তুগত সুখ ও নিরাপত্তার জন্য স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞ হবে, এটাই কাম্য। মায়া হল সৃষ্টির কাজ ও তার ফলস্বরূপ সৃষ্ট জগত। মায়া ঈশ্বরের ক্ষমতাকে সূচিত করে এবং সেই ক্ষমতার প্রয়োগের ফলাফলকে নির্দেশিত করে। ঈশ্বর-নিরপেক্ষ কোনও স্বাধীন অস্তিত্ব এই জগতের নেই। তবে এই জগত ও জাগতিক জীবনের আপেক্ষিক মূল্য আছে। যেহেতু ব্রহ্মকে কোনও বোধগম্য আকার বা গুণে নিয়ে আসা যায় না তাই পৌত্তলিক পূজা পরিত্যাজ্য। যদিও পুরাণ ও তন্ত্রের মতো গ্রন্থে পৌত্তলিকতা স্বীকার করা হয়েছে বিশেষ ক্ষেত্রে, তা করা করা হয়েছে সেই সব লোকের জন্য যারা প্রকৃত উপাসনা উপলব্ধি করতে অক্ষম। ব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞান আসে আত্মজ্ঞান থেকে। ব্রহ্ম হল সর্বজনীন আত্মা, সবার মধ্যে তার বাস এবং জগতকে সে ঘিরে আছে

আচ্ছাদনের মতো। গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী উভয়ই ব্রহ্মজ্ঞানী হতে পারেন। গৃহস্থের বর্ণাশ্রমাচার মেনে চললেই হল, কিন্তু মেনে না চললে সে পাপী হয়ে যাবে না। লোকাচার মেনে চলা শ্রেয়। চিত্তশুদ্ধির জন্য সৎ কর্ম প্রয়োজন এবং সৎ কর্ম মোক্ষলাভ পর্যন্ত করে যাওয়া দরকার। ব্রহ্মজ্ঞানীরও লোকাচার ও প্রচলিত প্রথা মেনে চলা উচিত, তিনি হবেন বিচক্ষণ ও দায়িত্বশীল। লিঙ্গ ও জাত নির্বিশেষে ব্রহ্মজ্ঞান সকলের জন্য উন্মুক্ত। সকলের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রেম, সৌজন্য থাকলে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র হওয়া যায়।

অমিয় পি সেন দেখিয়েছেন, রামমোহনের অদ্বৈতবাদ ধ্রুপদী অদ্বৈতবাদের সঙ্গে তিনটি ক্ষেত্রে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। প্রথমত, ব্রহ্ম হল এই জগত সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্ত – রামমোহনের এই বিশ্বাস শঙ্করের বিবর্তনবাদের থেকে তাঁর বিরোধী পরিণামবাদের বেশি ঘনিষ্ঠ। জীবনের জন্য মানুষের ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত – এই বক্তব্য শঙ্করাচার্য বা তাঁর বিরোধী কারুর কাছে নয়, রামমোহন সম্ভবত সেমিটিক ধর্ম থেকে তা পেয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থকে সন্ন্যাসীর সমান মর্যাদা দিয়ে রামমোহন একধরণের আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রের পক্ষ নিয়েছিলেন। তিনি সকলের জন্য, মহিলা ও শূদ্র নির্বিশেষে, বিশেষ জ্ঞানকে উন্মুক্ত করেছিলেন, যা চিরাচরিত ধর্মে নিষিদ্ধ ছিল।

তৃতীয়ত, জ্ঞান ও কর্মের বিরোধকে শঙ্করাচার্য যতটা মানতেন রামমোহন ততটা মানেননি। জ্ঞান সংসার থেকে দূরে নিয়ে যাবে, এই মতে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। বরং তিনি বলেছেন, সৎ কাজ মানুষকে আধ্যাত্মিক

জীবনের জন্য প্রস্তুত করবে, একই সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবনে তাঁর অগ্রসরণ তাঁকে সামাজিকভাবে আরও দায়িত্বশীল করে তুলবে।

উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক আভিঘাতে ঐতিহ্যের নবমূল্যায়নে অগ্রসর হয়েছিলেন অনেকে। রামমোহন তাঁদের মধ্যে প্রথম ছিলেন। বিভিন্ন জাতের মধ্যে প্রচলিত ধর্মকে সরিয়ে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রভিত্তিক হিন্দুধর্মের যে নববোধন উনিশ শতকে ঘটছিল, যার ওপর খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রভিত্তিক ধর্ম ও তার সংগঠনের অবশ্যম্ভাবী প্রভাব ছিল, রামমোহন রায় ছিলেন সেই ধর্মীয় আন্দোলনের প্রথম পথিক।

সহায়ক গ্রন্থঃ

১। 'লাইফ অ্যান্ড লেটারস অফ রাজা রামমোহন রয়', সোফিয়া ডবসন কোলেট দ্বারা সংগৃহীত ও সম্পাদিত এবং অ্যান্ড তাঁর একজন সুহৃদের দ্বারা সম্পূরণ-কৃত, দ্বিতীয় সংস্করণ, হেমচন্দ্র সরকার দ্বারা সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯১৪।

২। 'রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলি', শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু ও শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্তৃক সংগৃহীত ও পুনঃপ্রকাশিত, আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত, কলিকাতা, ১৭৯৭ শক।

৩। 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত', নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯২৮।

৪। 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা ১৬ - রামমোহন রায়', শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৫০।

৫। 'রামমোহন রায় অ্যান্ড দি ইণ্ডিয়ান ট্র্যাডিশন', নির্মল চন্দ্র সিংহ, 'রামমোহন রায় আ বাইসেন্টিনারি ট্রিবিউট', নীহাররঞ্জন রায় সম্পাদিত, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নিউ দিল্লি, ১৯৭৪।

৬। 'রামমোহন রায় এ ক্রিটিকাল বায়োগ্রাফি', অমিয় পি সেন, পেঙ্গুয়িন ভাইকিং, ইন্ডিয়া, ২০১২।

৭। 'অন দি বেঙ্গল রেনেসাঁস', সুশোভন সরকার, প্যাপিরাস, কলকাতা, ৭ জুলাই, ১৯৭৯।

৮। 'বুর্জোয়া হিন্দুইজম, অর ফেথ অফ দ্য মডার্ন বেদান্টিস্টস রেয়ার ডিসকোর্সেস ফ্রম আর্লি কলোনিয়াল বেঙ্গল', ব্রায়ান এ হ্যাচার, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৪।